240 - শয়তানরে আছর ও কালো জাদুর আলামত

প্রশ্ন

আমার ভাই এক সফর থকেে ফরোর পর অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলছে। সে কছিু ভবষি্যদ্বাণী করা শুরু করছে। কারো সাথে কথা বলে না। দুই বছর সে বদিশেে ছলি। বষিয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছছে যে, সে আমার মায়রে মুখরে উপর থুথু মরেছে। এরপর আমাদরে বশি্বাস হলো যে, সে মানসকি রোগী। তাই আমরা তাকে ডাক্তাররে কাছে নয়িে গলোম। কন্তিু ডাক্তার পরীক্ষা করে কছিু পলে না। আমাদরে ধারণা হচ্ছে যে, তাকে জ্বনিে আছর করছে কংিবা যাদু করা হয়ছে। আমরা সটেি কভিাবে জানতে পারব এবং কভিাবে এর থকেে মুক্তি পতেে পারব? এ কারণে আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়ছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জ্বনিরে আছর ও কালো জাদুর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বলব:

জ্বনিরে আছররে আলামত:

জনকৈ অভজ্ঞিতাসম্পন্ন ব্যক্তি জ্বনিরে আছররে কছিু আলামত উল্লখে করছেনে। সগেুলোর মধ্যে রয়ছে:

১। আযান ও কুরআন তলোওয়াত শুনা থকেে চরমভাবে মুখ ফরিয়িে নয়ো।

২। তার উপরে তলোওয়াত করাকালে বহেুশ হয়ে পড়া, খঁচিুনি দয়ো কংিবা ধরাশায়ী হওয়া।

৩। বশেি বশেি ভয়ানক স্বপ্ন দখো।

৪। একাকী থাকা, মানুষ থকেে দূরে থাকা এবং অদ্ভুত সব আচরণ করা।

৫। তার উপরে তলোওয়াত করা হলে কখনও কখনও যে শয়তান তাকে আছর করছে সে কথা বলে উঠা।

৬। উন্মাদরে আচরণ করা। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: ‘যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫]

কালো জাদুর আলামত:

১। জাদুগ্রস্ত পুরুষ তার স্ত্রী কিংবা জাদুগ্রস্ত নারী তার স্বামীকে অপছন্দ করা। যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: "তা সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০৩]

২। তার বাসার বাহিরের অবস্থা থেকে বাসার ভেতরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া। বাসার বাহিরে থাকাকালে সে তার পরিবারের প্রতি আগ্রহী থাকে। কিন্তু যখন বাসায় প্রবেশ করে তখন সে তার স্ত্রীকে সাংঘাতিক অপছন্দ করে।

৩। স্ত্রী সহবাস করতে না পারা।

৪। গর্ভবতী নারীর গর্ভস্থিত সন্তান লাগাতরভাবে নষ্ট হওয়া।

৫। সুস্পষ্ট কোন কারণ ছাড়া আচরণের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া।

৬। খাবার দাবারের প্রতি মোটেই চাহিদা না থাকা।

৭। তার এমন মনে হওয়া যে, সে অমুক কাজটি করছে; অথচ সে করেনি।

৮। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে অন্ধ আনুগত্য করা ও মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা।

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয় যে, উল্লেখিত আলামতগুলোর কোন কোনটি দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাদুগ্রস্ত বা জ্বিনের আছরগ্রস্ত হওয়া শর্ত নয়। বরঞ্চ এর কোন কোন আলামত শারীরিক কিংবা মানসিক কোন কারণেও হতে পারে।

নিরাময়ের উপায়:

১। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর করা) এবং তাঁর কাছেই ধর্ণা দেয়া।

২। শরিয়তসম্মত রুকিয়া করা ও ঝাড়ফুঁক করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঝাড়ফুঁক হলো সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এগুলো দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল। এ দুটোর মত ঝাড়ফুঁক করার অন্য কিছু নেই। এ দুটোর সাথে সূরা ইখলাসও যোগ করা যায়। আর সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকিয়া করা সফল রুকিয়া যেমনটি হাদিসে সাব্যস্ত।

জাদু থকেে নরিাময়রে ক্ষত্রেে আরকেটি উপায় হলো: বরই গাছরে সাতটি সবুজ পাতা নয়িে সগেুলোকে গুঁড়া করবে। এরপর সগেুলোকে একটি বালততিে রাখবে এবং ঐ গুড়াগুলোর উপর গোসল করার জন্য প্রয়োজনমত পানি ঢালবে। এরপর পাত্রটতিে আয়াতুল কুরসি, সূরা কাফরিুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এবং জাদুর আয়াতগুলো তথা সূরা বাক্বারার ১০২ নং আয়াত, সূরা আরাফরে ১১৭-১১৯ নং আয়াত, সূরা ইউনুসরে ৭৯-৮২ নং আয়াত, সূরা ত্বহার ৬৫-৬৯ নং আয়াত পড়বে। এরপর কছিু পানি পান করবে। আর অবশষ্টি পানি দয়িে গোসল করবে। কোন কোন সালাফ এভাবে করে উপকার পয়েছেনে।

৩। জাদু কর্মটি খুঁজে বরে করে সটেি নষ্ট করে ফলো; যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেলিনে; যখন লাবদি বনি আ'সাম আল-ইহুদী তাঁকে যাদু করছেলি।

৪। বধৈ ঔষধগুলো ব্যবহার করা। যমেন খালি পটেে ৭টি আলয়িা বারনি খজেুর (মদনিার এক জাতরে খজেুর) খাওয়া। যদি এ খজেুর না-পাওয়া যায় তাহলে যে কোন খজেুর আল্লাহ্র ইচ্ছায় উপকারী হবে।

৫। হজিামা বা শঙি্গা লাগানো।

৬। দোয়া করা।

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে, আপনাদরে ভাইকে সুস্থ করে দনে, তার ও আপনাদরে বপিদ দূর করে দনে। নশ্চিয় তনিি নরিাময়কারী; তনিি ছাড়া অন্য কোন নরিাময়কারী নইে।